টিকিটঘর

সাদ কামালী

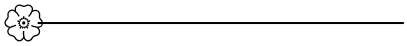

'যাহা বায়ান্ন তাহা তিপান্ন' ছবির ভিলেন জামশেদ খাঁ'র কালো লোমশ বুকে বড় বড় ঘামের ফোঁটা, মাংসল ভাঁজে চওড়া চেইন, রূপালী আল্লাহু লকেট, ঠোঁটের দুইপাশ দিয়ে মোটা গোঁফ নেমে থুতনি ছাড়িয়ে অন্য কোথাও গেছে। থুতনির মাঝখানে কাটা শুকনা দাগ চকচক করে, হাসলে চিবুকের মাংস ঠেলে ওপরে উঠে কুতকুতে চোখের নিচে জমে হাসি ধরে রাখে অনেকক্ষণ। বাঁ হাতে ভাগ্যনির্ধারণী কত রঙের পাথরের আংটি পরা মোটা মোটা আঙুলে রিভলবার কায়দা করে ঘুরিয়ে এনে চিবুকে ঠেকিয়ে যখন ডায়ালগ ঝাড়ে তখন খলিল উত্তেজনায় খাড়া হয়ে ওঠে। বুক পেট ও মুখের ভিতরের ঠাসা আনন্দ গরম উত্তেজনা চোখের মণি ঠেলে বেরিয়ে আসে। ভারি ঠোঁটের ভিতর সাদা সাদা দাঁতের বাহার দেখে খলিল লম্বা শ্বাস ফেলে। বাঁ হাতে লুঙির ভাঁজ দু'পায়ের মাঝখানে চেপে ধরে চোখ ঠোঁট দাঁত ও গোঁফ ডানে বাঁকিয়ে হিরোইনের সঙ্গে জামশেদ খাঁ'র কথা বলার সময় এক অদ্ভুত উত্তেজনায় খলিলের হাতের ভিতর নিজের অঙ্গটিও শক্ত হয়ে ওঠে, চোখের তারা জ্বলে, শালা তোর মায়েরে বাপ . . .। হিরু নয়ন এডা ভোদাই, ছেমরিগো মতো হাসে নাচে, মনে অয় হিজরাডারে আড়িয়ালখার কারেন্টে নিয়া চুবাই। আরে ভোদাই যদি নাচতে হয় তো জামশেদ খাঁ'র মতো নাচ, মাটি কাপাইয়া হিরুইনের কইলজা কাপাইয়া নাচ। কতা কবি জামশাদ খাঁ'র মতো, গলার আওয়াজে হিরুইনের ফুলা বুক থর থর কইরা উঠপে। হাতের বিড়ি মেঝেতে ঠেসে নিভিয়েও জামশেদ খাঁ'র ভক্ত খলিলের উত্তেজনা থামে না। টিকিট কাউন্টারের পাতলা ভিড় শেষে আফাজ ওরফে আফাইজ্জ্যা ফুরসত পায় জবাব দিবার, তুই হিরুর বুজোস কি, যা যা ভ্যান চালাগা যা। নিভানো বিড়িতে বাঁ পায়ের বুড়া আঙুল ঠেসে খলিল বলে, তুই বুজোস আমার বালডা, ছেমরিগো মতো কতা কয়, হিজরাগো মতো হাসে, অমন দশবারটা হিরু আমিই শুইয়ায় দিবার পারি, জামশেদ খাঁ'র লাগে না। খলিলের কোমর থেকে আফাজ বিড়ির প্যাকেট নিজেই খুলে মুখে দেয়, খলিল তখন লাইটার চেপে আফাজের বিড়িতে আগুন দিয়ে নিজেও আরেকটা ধরিয়ে লম্বা টান দিয়ে সব ধোঁয়া বুক পেটের ভিতর নামিয়ে আবার গোল্লা গোল্লা করে ছাড়ে। আফাজ খলিলের ছাড়া গোল্লা গোল্লা ধোঁয়ায় চোখ রেখে বলে, মাইরটা কিন্তুক তোর বিলেনেই খায়, হ্যাশে নয়নের পাও ধইরা কান্দে, ক কান্দে না। হ হ কান্দে, না কানলে এইডা বই হইতো না, হিরুরে না জিতাইলে বই অয় না, তয় শোন, একফির জামশেদ ঠিকই তোর হিরুরে দেইখা নিবে। ডাইরেকটররে দিয়া এমুন বই বানাবে তোর হিরু দৌড়াইয়া কুল পাবে না। আফাজ বলে, তয় তহন তুই ফাল পারিস, এহন চুপ যা। খলিল মুহূর্তে নিজের পরাস্ত অবস্থা বুঝে বলে, এ ভোদাই এহন দেহস না, হিরুইনরে তোর হিরু তো ছুবারও পারে নাই, জামশেদ খাঁ কিন্তু তারে দুইবার ঠাপাইছে, কি ঠাপায় নাই ! টিকিট কাউন্টারের সামনে ম্যানেজার এসে দাঁড়ায়, আফাজ একবার খলিলকে দেখে নিয়ে বলে, উস্তাদ ভিতরে আইসা বসেন, টাহা গুণাগাণতি শ্যাষ। ম্যানেজার ভিতরে না ঢুকে বাইরে থেকে ছোট চারকোণা ফাকায় হাত ঢুকিয়ে টাকার বাণ্ডিল নেয়, বলে, না তুই বস, আমি একটু মাইরা আসি। ম্যানেজার আবুলের মাইরা আসা খলিল আফাজ দুইজনেই জানে। খলিল চোখে আলো ফুটিয়ে বলে, আমিও আসি উস্তাদ। দুর হারামজাদা, যা তোর ভ্যান ঠ্যাল গা। খলিল এখনই ভ্যান চালাতে যাবে না। অন্তত তিনটি দৃশ্য দেখা তার ফরজ। ছবির মাঝামাঝি দুই দফায় জামশেদ খাঁ'র নায়িকা ধর্ষণ এবং নায়কের সঙ্গে তার প্রথম মারপিটের দৃশ্য যেখানে জামশেদ নায়ক নয়নকে পিটিয়ে ঘোড়ার পিঠের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে বলে, যাও লক্ষ্মী সোনা, জননীর কোলে শুইয়া শুইয়া দুগ্ধ সেবা কর গিয়ে এ্যাণ্ড ডু নট মিসটেক এগেন, মনে রাইখো আই এ্যাম জামশেদ খাঁ হা হা, হু হা হা হা। জামশেদ খাঁ'র হু হা হা ধ্বনি খলিলের মগজ ঘিরে বিজয়ের স্রোত ঝিলিক দিয়ে উঠে চোখেমুখে ছড়িয়ে দেয়।

উপজেলার ছায়াবাণী হলে 'যাহা বায়ান্ন তাহা তিপান্ন' যতদিন থেকে চলছে খলিল বারবার সম্পূর্ণ ছবি না দেখলেও এই দৃশ্যগুলি দেখবেই। অবশ্য সব সময় গোটা ছবিটাই তার দেখার ইচ্ছা, কিন্তু উপায় নাই, ভ্যান তো চালাতে হবেই, মালিকের আঠাস টাকা না উঠিয়ে কিছু করবার উপায় নাই। টিকিট কাউণ্টার বন্ধ হলে বা ম্যানেজার এসে বসলে আফাজও ছবি দেখে। নায়কের মার খাওয়ার দৃশ্যের সময় সে অবশ্য খলিলের পাশ থেকে সরে আসে, কি কারণে যেন ওই সময়েই তার তলপেট ফেটে যায় পেশাবের চাপে। যেদিন আফাজ টিকিট কাউণ্টারে কাজ করে না, সেদিন খলিল ভ্যান চালাতে গাফিলতি করে না। পরিশ্রমের কাজ, আয় তেমন নাই। এক বেলা জমি নিড়ানির কাজে তবু এর থেকে আরাম ছিল। একদিকে উপজেলা শহরের ভিতর নতুন পৌরসভার নতুন চেয়ারম্যান আ ফ ম রেজা প্রচুর পাকা রাস্তা বানিয়ে দিল, এতে রাস্তার সঙ্গে দলের ছেলে ছোকরাদের ঠিকাদারি ব্যবসাও পাকাপোক্ত হয়, কতরকম কাজে লোকের হাতে নগদ টাকা চলা চলতি করে, অন্যদিকে এশিয়ান হাইওয়ে চালু হওয়ায় আশেপাশের বহু গ্রামের সঙ্গে উপজেলা শহর যুক্ত হয়ে পড়ে, তো লোকজন পাকা রাস্তা দিয়ে ভ্যানে চলাচল বাড়িয়ে দেয়। সুযোগ বুঝে শত শত ভ্যান রাস্তায় নামে। যদি ভ্যানের সংখ্যা কম থাকত, তবে আয় রুজি খারাপ হতো না। পাঁচ টাকার রাস্তায় দুই টাকাতে যেতে হয়, এ্যামায় কমপিটিশন অইলে গোয়ার লুঙ্গি মাতায় উঠপে কইলাম। খলিল যদিও তত ব্যস্ত না। বরং আফাজ প্রতিদিন টিকিট ঘরে কাজ করলে বই দেখাটা . . . শালা উস্তাদ হারামি কামডা ক্যা যে আমারে দিল না ! দেউক, মনে মনে খলিল সান্ত্বনা খোঁজে, আমি তো আফাইজ্যার মতো ভাউরা না, উস্তাদের গতর টিইপা কাম পাবার চাই না। খলিল এত সস্তা না। সান্ত্বনা তবুও ষোল আনা কাজ করে না। মনের কোনো অচেনা ঘুপচিতে জমে থাকা অন্য কথাটাও দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে থাকে, গতর ক্যা উস্তাদের সোনা টিইপ্যা হইলেও কামডা দরকার আছিল. ভ্যানটানার থোন তো বালো। আবার মনের চেনা গলির মুখে ভেসে থাকা কথাও সত্য, অবিশ্য আফাইজ্যার জইন্য এই কামডাই ঠিক, হালা ভোদাই ভ্যানের প্যাডেলে পাউ দিবার পারবে না জীবনেও, হাধে কি আর নয়নের নাগাল হিরুরে পছন্দ করে !

আফাজ বলে, উস্তাদের ঘরে বউ আছে মাইয়া আছে, তারপরেও খানকির ঘরে না গেলে প্যাটের বাত হজম অয় না। বিড়ির গোরা মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে পিশে খলিল বলে, তোর মতন নি, এইডারে কয় মর্দানি, উস্তাদে কিন্তু জামশেদ খাঁ'র আসল শিশ্‌শ্য। তখন টিকিট ঘরের জানালার মুখে দুই তিন জনের ঘামে ভেজা মুখ এসে দাঁড়ায়, চোখ লাল। আফাজের উদ্দেশ্যে বলে, আবুইল্যা কুথায়, চোদনারে ডাক, তোর বাক্সে কত আছে দে। আফাজের শুকনা ফ্যাকাশে মুখ লবণ খাওয়া জোঁকের মতো নেতিয়ে যায়। মুখে কথা আসে না। খলিল বলে, আরে ফাইজুর বাই, আফনি কার কতা কন, আমাগো উস্তাদ তো বাড়িত গেলো, রাইতের শোর আগে আসপে। ফাইজুর খলিলকে দেখে বলে, তুই এহেনে কি করস, ভ্যান কুথায় ? ওইতো আফনের বোগলেই, আইজ আর চালাবো না, বই দেখপো, আফনেরা দেখফেন নি ? ফাইজুরের দল ফিল্টার স্টার সিগারেট ধরায়, আবুইল্যা বাড়ি যাই নাই, বাক্সের থন সব মাল দে, তোর উস্তাদ আইলে কবি রাইতে আবার আসব, মাল ঠিক মতো না খসাইলে ভুঁড়ি খসাই রাখব কইলাম। খলিল স্বাভাবিক গলায় বলে, কি কন উস্তাদ মাল পাবে কুতায়, মেটিনি শোতে আফাইজ্যা টিকট ব্যাচছে ছিয়ানব্বই টাহা পঞ্চাশ পয়সা, রাইতের শোতে মনে কয় এইডাও অবে না। আফাজ খলিলের মুখের দিকে তাকিয়ে লম্বা শ্বাস ফেলে, খইল্যা বিলেনের মতো অইলেও বুদ্দি আছে, তিনশ ছিয়ানব্বইরে কেমুন খালি ছিয়ানব্বইয়ে নামাই দিল। আসলে টিকিট ব্যাচা হইছে চাইরশো কুড়ি টাহা। উস্তাদরে বুজাইছি তিনশো ছিয়ানব্বই, এহন খইল্যা খালি ছিয়ানব্বইতে ঠেকাইছে। ফাইজুরের সঙ্গী বলে, দে ছিয়ানব্বই সই, বাকি তোর উস্তাদের কাছে বুজ নিব। আফাজ এবার নরম গলায় বলে, ভাইজান, উস্তাদ নিয়া গেছে বেবাক। খলিল টান দিয়ে ক্যাশ বাক্স বের করে দেখায়। দেহেন না ক্যাশে ইন্দুর দৌড়ায়। ফাইজুর বলে, বুঝছি, মাল নিয়া মাগী ঠাপাইতে গ্যাছে, ওর মাফ নাই।

খলিলের চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, বলে, বাপের বেটার মতো কইছেন, উস্তাদরে এডা তরো মতো ছ্যাচা দিবার পারলে লাইন মতো চলবে, না কি কন, শালা তোর মায়েরে বাপ !

রাতের শো'র অনেক আগেই আফাজ ম্যানেজার আবুলকে খবর পাঠিয়ে বাড়ি চলে যায়। খলিল বাড়ি ফিরে এলেও ঘুমাতে পারে না। ভ্যান মালিকের পাওনা আঠাস টাকার এক টাকাও দেয় নাই। সারা দিনে আয় হয়েছে উনচল্লিশ টাকা। রসমতের দোকানে রুটি ভাজি, দ্বিতীয় দফায় সিঙ্গারা মিলে খরচ করে ফেলেছে নয় টাকা। হাট থেকে তামাক, কেরোসিন, ভালো তেল আর চাল নেবার কথা থাকলেও কিছুই কেনে নাই। সে কারণে আর খাবার আব্দারও করে নাই। কুপি নিভিয়ে মা আর ছোট ভাই জলিলও ঘুমিয়ে পড়েছে। খলিল শুয়ে শুয়ে মহাজনকে কি বুঝাবে তা গুছিয়ে নেয়। সামনের চাকা পিছনের এক দিকের চাকার স্পোক মেরামত, আর প্যাডেল ঠিক করতে একুশ টাকা লেগেছে, বেবি ট্যাক্সির সঙ্গে বাড়ি খেয়ে স্পোক ভাঙ্গার জন্য সে ভ্যান চালাতেও পারে নাই। কাজেই আঠাস টাকা তো দুরের কথা, নিজে সারাদিন পানিও খাইতে পারে নাই, হাট-সদাই করতে পারি নাই। উস্তাদ বিশ্বাস না করলে মারে জিগান, কিছুই কিনবার পারি নাই। খলিলের বক্তব্য গোছানো শেষ। মহাজন উস্তাদ না মানলে বালও ছিরা যাবে না, মুহের উপর ভ্যান চিৎ কইরা ফেলাইয়া চইলা আসব। নে চালা গা, তোর ভ্যান তুই চালা। উস্তাদ মহাজনের সঙ্গে এরকম কথাবার্তার রিহার্সালের ভিতর কখন ঘুমিয়ে পড়ে মনে নাই। সকালে ঘুম থেকে ওঠে আফাজের ডাকে, খলিল চল, উস্তাদরে দেইহা আসি। ক্যান ? কি অইছে ! আফাজ আমতা আমতা করে বলে, ফাইজুর হাসাই কিছু করছে নি, তালাশটা নিয়া দরকার না ? খলিল চোখের কোণে, মুখের ভিতর ময়লা আর ঘুমের গন্ধ নিয়ে হাসে, বুঝছি, দারা মুইতা নেই। ঘরের পাশেই লুঙ্গি তুলে দাঁড়িয়ে সশব্দে পেশাব করতে করতে বলে, তুই বলদের নাহাল ভান করলেও তলে তলে সেয়ানা আছোস, বালো, ভোদাই হওয়ার থন সেয়ানা হওয়া বালো। আফাজ ফজর ওয়াক্তের ছায়া ছায়া ঠাণ্ডা আলোতে চোখ তুলে আকাশ দেখে, পশ্চিমে একটা তারা তখনও জ্বলতেছে, পাশে পাইনশা চাঁদ। খলিল বলে, উস্তাদের মাইয়ার এহনো তো বুনি উঠে নাই। আফাজ আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে খলিলের পেশাবের ঘোলা ফেনায় দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে, বুনি না ওঠা মেয়ে নিয়ে কি করবে এমন কিছু সে কখনো ভাবে নাই। মসজিদে ফজর শেষে আমিনা আমপাড়া বুকে চেপে আসবে। সেপারা শেষ, আমপাড়াও শেষ হওয়ার পথে। হুজুর বাতাসা বিলিয়ে হাতে কোরআন তুলে দিবে দুই এক হাটের মধ্যে। খলিলের কথা মতো শরীর এখনো মেয়েমানুষের মতো না হলেও তের চৌদ্দ বছর বয়স কম না। আফাজের কাছে পরিষ্কার হিসাব আছে।

ওস্তাদ আবুলের পাকা ভিতের আটচালা টিনের ঘরের কাছে এসে দুজনেই থমকে একে অপরের মুখ দেখে। মুখের ভিতর আঙুল ঠেসে ওস্তাদ কয়লা দিয়ে দাঁত মাজে, দুই পাশে কয়লা ময়লার ঢেউ, পাশে মাটিতে লুঙ্গি গুটিয়ে বসে বসে সিগারেট টানছে ফাইজুর, পিছনে ওড়না পেচানো ওস্তাদের মেয়ে আমিনা বুকে আমপাড়া চেপে দাঁড়িয়ে আছে। আফাজ তখন চোখের মণি ফুটিয়ে দেখে ফাইজুরের চোখের ঘেরে আমিনা বন্দি, সেজন্য আর পা বাড়াতে পারছে না। ওস্তাদ মুখের এক খাবলা ময়লা থু করে ফেলে বিরক্তির চোখে আফাজ এবং খলিলকে দেখে, কোনো কথা বলে না। খলিল মুখের ভিতর বাড়তি জোর ঠেসে বলে, ফাইজুর ভাই, আফনি শালার মায়েরে বাপ, কাইল না উস্তাদের ভুঁড়ি খসাই নিবার চাইলেন। ফাইজুর হাতের সিগারেটে সম্ভব লম্বা টান দিলে সিগারেটের শেষ আয়ু ফিল্টরের মাথায় এসে জ্বলে। খলিলের দিকে করুণা করেও তাকায় না। তার লাল চোখ স্টার সিগারেটের কড়া ধোঁয়ায় আরও লাল হয়, আরও সে গভীর চোখে আমিনাকে দেখে। আমিনাকে দেখার ঝোঁকে মুখ হা হয়ে জিব সামনে এগিয়ে আসে। হতে পারে চোখের মণির মতো লালচে গোলাপি জিবেরও সাধ হয়েছে আমিনাকে দেখার। ম্যানেজার আবুল খলিলের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে বলে, তোরা সইরা যা কইলাম। সকালের ঠাণ্ডা বাতাস সত্ত্বেও আফাজের চোখের সাদা পরিসর পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার আগে উল্টা মুখে হাঁটে। খলিল আর একবার ফাইজুরের চোখ অনুসরণ করে আমিনাকে দেখে জামশেদ খাঁর ট্রেড মার্ক ভঙ্গির মতো চোখ ঠোঁট দাঁত গোঁফ

বাকিয়ে হাসির আভাস ফুটিয়ে উল্টা দিকে এসে আফাজের কাঁধে চড় বসায়, চইলা আইলি যে, হিরুইনরে খাটাসের মুহে রাইহা ভাইগা আইলি, তোর মতো ভোদাই একখান নয়নের নাগাল হিরু হইবার পারবে। আফাজ দ্রুত হাঁটে, কোনোরকমে চোখের পানি মুছে ফেলে সকালের বাতাসে শুকিয়ে নিতে চায়। খলিল এবার লুঙ্গির গিঠ থেকে বিড়ির প্যাকেট বের করে আরাম মতো আগুন বসিয়ে আফাজের পাশে দ্রুত আসে, শোন্ দোস্ত চিন্তা করিস না, আমি থাকতে তোর চিন্তা কিরে ভোদাই। আফাজ এবার চোখ তুলে খলিলকে দেখে ঠোঁটে একরকম সকালের মতো পাতলা হাসি খোদাই করে। খলিল বিড়ি এগিয়ে দেয়, শোন, উস্তাদের হাথে লাইন ঠিক রাহিস, বাকি আমি দেখফানে। আফাজ বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে বলে, তুই কি বাল দেখফি, যা তুই ভ্যান কামাই দিস না, আইজ কিন্তুক হাট। খলিল এত সহজেই ভ্যান হাট ইত্যাদির দুনিয়ায় ফিরে আসতে চায় না, এখনো সকালের রোদ গাছের মাথা থেকে মাটিতে পড়ে নাই, ফজর শেষে পোলাপান কেবল দেহের থেকে বেশি মাথা দোলায়ে আলিফ যাবর আ আলিফ যাবর য়ি আলিফ পেশ উ আ য়ি উ পড়তে শুরু করেছে। মক্তবের হুজুর কচি ভোরে দাড়িতে বার কয়েক হাত বুলায়ে নরম চোখে এইসব ছাত্র দেখে। পেটে খাবার তাড়া তত জোরালোভাবে টের পাচ্ছে না। আজ অবশ্য আলাদা কথা। আমিনা ফাইজুরের মণি ছিড়ে মক্তবের দিকে এখনও পা বাড়াতে পারে নাই, হুজুর এদিক ওদিক তাকায়, বাইরে আমিনার আসবার রাস্তায় চোখ ফেলে, শেষ পর্যন্ত না এলে হুজুর হয়তো আগে আগেই মক্তব তুলে দিয়ে আবুল ম্যানেজারের বাড়ির দিকে হাঁটা দিবে। সকালের নাস্তার ভার এখন আবুল ম্যানেজারের ওপর। আমিনা না এলে হুজুর একরকম ব্যতিব্যস্ত হয়ে ম্যানেজারের বাড়ি ছুটে আসবার একটা হেতু তৈরি হয়। খলিল তবুও ভ্যান, হাটের তাড়ায় ডুবতে চায় না। তার চেয়ে শুক্রবারে মুক্তি পাবে 'খোদা কি দুশমন' ছবি অথবা আমিনা আফাজের সঙ্কটে জড়িয়ে থাকতে মজা পাচ্ছে। বলে, দোস্ত, খোদা কি দুশমনের কাটিং দেখছোস না – শালা তোর মায়েরে বাপ, ডিপজল হইলো হিরু, জামশেদ খাঁ বিলেইন, বই একখান ফাডাফাডি অবে কইলাম। উস্তাদ যুদি ফ্যাকেফুকে কাটপিস মাইরা দিবার পারে তো শালা তোর মায়েরে বাপ, টিকিটের বই শুদ্দা খতম অবে কইলাম। আফাজ খলিলের কাটপিসে মন দিতে পারে না, বলে, তুই ফাইজুরের বালডাও ছিড়বার পারবি না, হারামিরে আমি ওসির গাড়িতে দেখছি, উস্তাদে কি এ্যামায় উদায় গেছে মনে করস ! খলিল কেবল গরম হয়ে উঠতে থাকা সকালের রোদে থুতু ছিটিয়ে বলে, থো তোর দারোগা ওসি, উস্তাদের হাথেও ওসির খাতির আছিল, কি আছিল না ! কিছু করবার পারছে। আফাজ লম্বা শ্বাস ফেলে, পারে নাই, ওসি হারামি বেইমানি করছে। পরিবার নিয়া সবগুলা বই ফ্রি মাইরা গেল, আর . . . । খলিল এবার গলা নামায়, ফাইজুর এডা হারামি, উস্তাদের উই মাইয়া ওর পুষাবে না, ভয় কি জানোস, হারামির হাতে এহন পুলিশ আছে, আমিনারে তুইলা নিয়া না বেইচা দেয় ! আফাজ ঘুরে তাকায়। খলিল বিড়ির শেষ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, তুই দেহস নাই 'মা কি কসম' বইতে কি অয়, বিয়ার কতা কইয়া টানবাজারে বেইচা আসে না, ক আসে না ! কওয়া তো যায় না, ফাইজুর হারামি কিন্তু মেলাবার 'মা কি কসম' বইডা দেখছে। আফাজের অসহায় চোখে সকালের রোদ ঢুকে কাঁপে।

'খোদা কি দুশমন' ছবির একই কাটিং বহুবার দেখেও এমন কি রেডিও বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন তরঙ্গে ডিপজল আর জামশেদ খাঁ'র ডায়ালগ শুনেও ছবির শেষটা বুঝে উঠতে না পারার সঙ্কটের কথা খলিল এখন তোলে, শোন্ দোস্ত, তোর কি মনে অয় ডিপজল বেশি কেলাপ পাবে ? আমার মনে কয় না, সম্ভাব না, ডাইরেক্টর এমুন প্যাচ দিবে ডিপজলের পাওনা কেলাপ পাবে জামশেদ খাঁ। শ্যাষে মনে অয় হিরু ডিপজলই মরে, আর জামশেদ খাঁ হিরুইন জুলেখারে নিয়া ডিপজলরে কবর দেয়, কান্দে। পাবলিক তহন হল ফ্যাটাইয়া কেলাপ মারে জামশেদ খাঁ'র জইন্য। আফাজের চোখ থেকে অসহায় ভাব দুর হয়ে যায়, মনে হয় বই রিলিজ পাবার আগেই দেইখা ফেলাইছোস, না ডাইরেক্টর তোর কতা হুইনা হুইনা বইটা বানাইছে। আফাজের সন্দেহে খলিল পাত্তা দেয় না, তার চোখে তখন ফুরফুর করে উড়ে বেড়ায় ঘোড়ার পিঠে জামশেদ খাঁ, হিরোইনকে কোলে বসিয়ে ছুটে চলছে আর বেবাক মানুষ আনন্দে সুখে লুঙ্গির ভিতর বীর্যপাত করতে করতে হল থেকে বের হয়ে আসে। ডিপজল বা জামশেদ খাঁ শুধু নয়, শেষ দৃশ্যের আগেও কায়দা মতো কাটপিস ঢুকিয়ে দিতে পারলে

বীর্যপাত হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। খলিল বলে, দেহিস, পাবলিক হলে বারবার ঢুকপে, ঢুকপে না কতো নম্বর আইনে ক। আফাজ আর খলিলের সঙ্গে থাকবার মতো জোর পাচ্ছে না। প্রথম শো তিনটায়, দুইটায় টিকিট কাউন্টার খোলা হবে। যদি ওস্তাদ গোলমাল না করে তাহলে দুইটার সময় হলে যাওয়ার আগে কোনো কাজ নাই। তবুও খলিলের কাছ থেকে বাড়িতে ঢোকার আগে হালটের ওপর থেকেই বলে, উস্তাদ যতো হারামিই হউক, সহজে কাটপিস দিবার চায় না, 'যাহা বায়ান্ন তাহা তিপান্ন'তে কোনো কাটপিস দেয় নাই। খলিল নিজের লম্বা শুকনা থাইয়ের ওপর চড় মেরে বলে, দিছে, দিবে না ক্যা, রেপ করার সময় কাটপিস দিছিল না, পরে পাবলিকের চেচামেচিতে বাদ দিছে। সামাজিক বইতে উস্তাদের কাটপিস দেওয়া ঠিক অইছিল না। কিন্তু 'খোদা কি দুশমন' হইলো এ্যাকশুনের বই, এহেনে কাটপিসের মাইর নাই। ফরিদপুর থন টিনের বাক্সে কইরা কাটপিস জোরা লাগাইয়াই বই আসপে দেহিস, 'মা কি কসম' বইতে যেমুন আইছিলো। 'মা কি কসম' ছবির নাম শুনে আফাজের আর একবার লম্বা শ্বাস পড়ে, টানবাজারের দৃশ্য দেখাবার সময় কায়দা করে ব্লু ফ্লিমের কাটপিস এমন করে জোরা লাগিয়েছিল যেন মনে হয় হিরোইন শ্যামলিমাকে সত্যি সত্যি ধর্ষণ করছে। আমিনার জন্য আফাজের বুকের গর্তে বাতাস আটকে ঘুরতে থাকে, মুখে আর কথা আসে না। হালট থেকে বাড়ির ভিটার ওপর উঠে আসে। খলিলও নিজের বাড়ির দিকে শেষ পর্যন্ত যেতে বাধ্য হলো, একা একা আর কি করবে, বরং ভ্যান নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়াই ভালো।

বাড়ির মুখে খলিলকে দেখেই ওর মা তেড়ে আসে, কুতাই মরবার লাগছোস, মহাজনে ডাকছে, শফি দুইফির আইসা গেছে, যা তাড়াতাড়ি দেইহা আয় ডাকে ক্যা ! খলিল কোনো উত্তর না করে ভ্যান নিয়ে মহাজন হাসমত চোকদারের উঠানের দিকে এগোয়। মহাজনের সঙ্গে ফয়সালা সে মনে মনে করে রেখেছে। শফি লাইঠ্যাল যুদি ঘেটি ধরে তয় ভ্যানের স্প্লোক খুইলা ওর চোহের মদ্যে যুদি না মারছি আমার নাম জামশেদ খাঁ'র শিশ্‌শ্য খলিলই না। শফি চকে গেছে। মহাজন হাতের মুঠায় সিগারেট চেপে এই সকালেই একজনের সঙ্গে ফিসফিস করছে। খলিলকে দেখে ওই ফিসফিস কথার গোমর থেকে মুখ তুলে হাসে, আইছোস, শোন্‌, আইজ আর ভ্যান নিয়া রাস্তায় যাবি না, বাড়িতেই কাম আছে, কাইলের টাহা তোর দেওন লাগবে না। খলিল বিস্মিত, বলে, কাইলের টাহা কিয়ের উস্তাদ, ভ্যান তো চালাই নাই, স্প্লোক ভাইঙ্গা, চাহা ট্যারা হইয়া গেছিল। মেরামত করতে করতে মাগরিব ওয়াক্ত, তহন . . .। মহাজনের মুখে ছায়া গাঢ় হয়, কিন্তু কি এক কারণে গালির তুবড়ি ছুটিয়ে খলিলের মাকে গর্ববতি বাপকে কবর থেকে তুলে আবার কবরে পাঠায় না, ছায়া ধরে রেখেই বলে, আইজ আমার কাম কর টাহা শোদ অইয়া যাবে। হাসমত চোকদারের পাশের লোকটি চোকদারের সঙ্গে চোখের বিনিময় করে খলিলকে বলে, বাদ মাগরিব আসবি, এহন যা। খলিল এ কথার অর্থ বুছে না, চোখেমুখে না বুঝতে পারার ব্যর্থতা শুন্যে লটকে মহাজনের দিকে তাকায়। মহাজন মুখের ছায়া সরিয়ে বলে, হাঝ বেলায় ডেলিবারি আসবে, নতুন কারবারের মাল, এহন তুই যা। খলিল দ্রুত বলে, তয় এহন চালাই, হাঝের বেলা আইসা পরবানে। মহাজন দ্রুত আপোদ বিদায়ের মতো বলে, যা যা এহন যা। খলিল ভ্যান টান দিয়ে রাস্তায় নামার বেগে মুখের খুশি বুকের গর্তে নেমে সুড়সুড়ি দিলে মুখে আচানক গান চলে আসে, 'মা কি কসম' ছবির গান।

তুমি আমার দিলের রাণী
কাচা সোনার অঙ্গ
তোমার লগে প্রেমের খেলা
কত রসের রঙ্গো
আসো আমার ময়না সোনা
মদন মদন খেলা
চাদনি রাতে ডুববো মোরা
তোমার দেহের ভেলা

তুমি আমার দিলের রাণী
কাচা সোনার অঙ্গ।

ফরিদপুর বরিশালের উত্তর দক্ষিণ পাকা রাস্তার ওপর দিয়ে চলে গেছে ঢাকা খুলনা মহাসড়ক। এই সঙ্গম কেন্দ্রে রাস্তা চওড়া হয়ে গেছে। মোড় থেকে সরু হাতের মতো রাস্তা নেমে এসেছে উপজেলা শহরের ভিতর। খলিল জোরে প্যাডেলে চাপ দিয়ে মোড়ের মাঝখানে চলে আসে। চারদিকের ট্রাক বাস বেবিট্যাক্সি, ভ্যানরিক্সার ভিড়ের ভিতর খলিল কেমন দিশেহারা আনন্দ অনুভব করে। দুই বিপরীত দিক থেকে বাস কাছে এগিয়ে এলে খলিল ছুটে উপজেলা রাস্তার দিকে নেমে যায়। কেউ খলিলের আনন্দ দেখে না। এমনকি খলিলও বুঝে না কেন এতো ফুর্তি লাগছে। এর মধ্যে চারজনের দল নওপাড়া যাওয়ার জন্য তার ভ্যান ভাড়া করে ফেলেছে পনের টাকায়। আজকাল কেউ দশ বার টাকা দিতে চায় না। পনের টাকার প্রথম খ্যাপ পেয়ে খলিলের ফুর্তি পায়ে এসে জমলে প্যাডেলে চাপ বাড়ে, ভ্যান ছুটে চলে দুই পাশের বড় চক আর বিলের বুক থেকে উঠে আসা ইরি ধানের সারের গন্ধ নিয়ে দমকা বাতাসে। দুপুর তিনটা পর্যন্ত খলিলের আয় খারাপ হয় না। এক ফাঁকে বাড়িতে সে চাল কেরোসিন ভালো তেল কিনে দিয়ে এসেছে। তখন একবার ইচ্ছা হয়েছিল আফাজকে দেখে আসে। বেচারার নরম দিলে ফাইজুর হারামি কড়া চোট দিয়ে ফেলেছে। কিন্তু চটজলদি খ্যাপ পেয়ে যাওয়ায় আর আফাজের বাড়িতে ঢোকা হয় না। তবে দুপুরে চার রাস্তার মাথায় ম্যানেজার আবুল ওস্তাদের সঙ্গে খলিলের দেখা হয়ে গেলে খলিল বুক ফাটিয়ে ডাকে, উস্তাদ এই ফিলে আসেন, কুতায় যাবেন ? উস্তাদ খলিলের দিকে এগিয়ে এসে হাসে। মদ, জর্দা, পান, খয়ের, সিগারেটে দগ্ধ দাঁত বের করে হাসে, তুই চালা, আমি কুতাও যাব না। উস্তাদের গলায় প্রশ্রয়মাখা সুর শুনে খুশি হয়। সকালে যে চোখে বলেছিল তোরা সইরা পর নইলে খবর আছে, সেই চেহারার বদলে মানুষের মতো চেহারা ও গলার আওয়াজে খলিল খুশি হয়। দুপুর তিনটার শো আর মিস করতে হবে না। সন্ধ্যায় তো মহাজনের বাড়িতে যেতে হবেই। নতুন কারবারের কেমন একটা গন্ধও খলিলকে টানছে। কাজেই কোনো অছিলা না দাঁড় করিয়ে খলিল যাবে হাসমত চোকদারের 'ডেলিবারির' কাজে। তার আগে এ্যাক শো মাইরা নিবার পারব।

হাটবেলার গনগনে ভিড়ের ভিতর থেকে খলিল ভ্যান ঘুরিয়ে নেয় ছায়াবাণীর হল ঘরের দিকে। হঠাৎ শরীরে ক্লান্তি এসে জমে, লম্বা একটা শ্বাস ফেলে চৌরাস্তার মোড়ের পাশ থেকে ধীর প্যাডেলে উপজেলা ঢোকার রাস্তার মুখে আফাজকে দেখে খলিল চমকে যায়। শালা তোর মায়েরে বাপ, টিকিট ঘর খুলা রাইখা ভোদাই এহেনে কি করে। খলিল প্যাডেলে জোরে চাপ দিয়ে আফাজ আর তার ভ্যানের দুরত্ব কমিয়ে আনে, কিরে তুই টিকিট . . . । আফাজের মুখে কয়লা ঘষা, এক বেলার মধ্যে চোখও বসে গেছে মনে হয়। খলিলের কথার উত্তর না দিয়ে মোড়ের দিকে ঢিলাঢেলা পা ফেলে। খলিল মুহূর্তে রাস্তার পাশে ভ্যান দাঁড় করিয়ে লুঙ্গি গুটিয়ে বসে আগে পেশাব করে নেয়, পেশাবের বুদ্বুদের ভিতর আফাজের চেক লুঙ্গি ভাসে। খলিল মনে মনে বলে, ভোদাই কারে কয়, এমায় দিওয়ানা অয়। খলিল দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, আরে ভোদাই তুই কিসের বাল চিন্তা করস, আমি আছি না, দ্যাখ কি প্যাচ মারি বলতে বলতে লুঙ্গির গিঠ শক্ত করে বেঁধে নেয়। বিড়ির প্যাকেট বের করে দুইটা বিড়ি হাতে নিয়ে আবার লুঙ্গিতে গুজে রেখে কটকটে দুপুরের মধ্যে ফস করে দিয়াশলাই জ্বালালেও আগুনের রঙ মনে হয় সাদা। দুই হাতের ঘেরে বিড়ি ধরিয়ে আফাজের দিকে এগিয়ে দেয়। আফাজ ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে। ঢাকা-বরিশালগামী বাস হঠাৎ করে সম্পূর্ণ পাশ কাটাতে পারে না। দ্রুত অপসৃয়মান বাসের পিছন কুমিরের লেজের মতো আফাজকে বাড়ি দিয়ে ফেলে দেয়। খলিল সর্বনেশে চিৎকারে আফাজকে জড়িয়ে ধরতে ধরতে রক্তের ফিনকির সঙ্গে আফাজের চেতনা গড়িয়ে নামে। মানুষের ভিড় হতে মুহূর্ত লাগে না। বাস ছুটে অনেক দুর চলে গেলেও কেউ কেউ বাসের পিছে ছুটে, মুখে হাত চাপা দিয়ে চোখে ভয় নিয়ে দেখে অনেকে। হাসপাতালে নে হাসপাতালে নে চিৎকারের মধ্যে খলিল আফাজকে জড়িয়ে কোলে কাঁধে করে নিজের ভ্যানে শুইয়ে দেয়। ভ্যানের কাঠ রক্তে ভাসে। কেউ একজন বসে আফাজের

মাথায় হাত দেয়। খলিল একবার পিছনে তাকিয়ে আফাজকে দেখে শরীরের সকল শক্তিতে প্যাডেলে চাপ দেয়। চৌরাস্তার মোড়ের পরই ব্রিজ, ব্রিজের পর রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গেছে, ঢালুতে ভ্যানের আরও গতি পায়। তারপরেই ডান দিকে আর একটা রাস্তা নেমে গেছে উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের দিকে। খলিল একবার পিছে ফিরে পাশে বসা লোকটাকে বলে, মাতা চাইপা রাহেন, রক্ত দইরা রাহেন বাই। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের গেটের কাছে ভ্যান ভিড়তে পারে না। সেখানে আরও কয়েকটা গাড়ি। খলিল ভ্যান থেকে নেমে গলায় পানি আর মৃত্যুর হাহাকার নিয়ে চিৎকার দেয়, ও মইরা গেল ডাক্তার, ওরে দরেন। ডাক্তার নার্স প্রমুখের অতি ব্যস্ততার খবর সবাই জানে। তখনি কেউ আফাজের মুখে অক্সিজেনের নল চেপে রক্ত বন্ধ করার উদ্যোগ নেয় না। খলিল কাঁপতে কাঁপতে আবার ভ্যানের সিটে বসে। পাশের লোকটি বলে, রক্ত তো বেবাক পইরা গেলরে, ওতো আর বাচবে না। খলিল কান্না কান্না চোখে আফাজকে দেখে, আফাজের মাথা থেকে রক্ত ভ্যানের কাঠ গড়িয়ে নিচে ধুলার ওপর পড়ছে। হাতে পায়ে কোনো সাড়া নাই। আফাজের চারপাশের নিস্তব্ধতায় খলিলও কেমন যেন বধির হয়ে পড়ে, তার কানে আর কোনো শব্দ আসে না। রক্তে ডোবা মাথা মুখ, রক্তে ভাসা একটা চোখ আধখোলা, গলার কাছে কি একটা নড়ছে। খলিলের ভিতর তখন তিরতির করে সবুজ একটা বাতি জ্বলে ওঠে, ডাক্তার না ধরলে আফাজ মরবে, মরবেই, আর একটু দেরি করলেই হয়। ডাক্তারের হাতে কত দুনিয়ার রোগী, অনেক কাজ, ইচ্ছা করলেই তো দৌড়ে আসতে পারে না ! ডাক্তার তার সময় মতোই আসুক। খলিলের বুকের ভিতর সবুজ বাতি ঠোঁটের ফাঁকে এসে থমকে যায়। চোখ থেকে ভয় ও মৃত্যুর রঙ ধুয়ে যেতে থাকে। আফাইজ্যা যুদি মরেই, উস্তাদ টিকিট ঘরে আর কারে বসাবে, শালা তোর মায়েরে বাপ। পাশের লোকটি তখন কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, ওরে কোলো তুইলা ভিতরে নিয়া যা। খলিল কেমন চোখে লোকটিকে দেখে বিড়ি ধরায়, ডাক্তার সুমায় মতো ঠিকই আসবে, অতো ব্যস্ত অইয়েন না।